সংবাদ

তারিখ 10 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বদলি আতঙ্কে মাউশির বিতর্কিত কর্মকর্তারা

রাকিব উদ্দিন

বদলি আতঙ্ক, বদলি বাণিজ্য, বিতর্কিত সরকারি শিক্ষক-কর্মচারী নেতাদের কর্তৃত্বের লড়াইয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) ঢাকা-অঞ্চলের কার্যক্রম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে মাউশি'র বিতর্কিত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আসছে নানা অভিযোগ। অভিযোগ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন মাউশি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। আর সম্প্রতি কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বদলি করায় বিতর্কিত কর্মকর্তারাও এখন চরম বদলি আতঙ্কে আছেন। বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে মাউশি'র আরও এক ডজন বিতর্কিত কর্মকর্তার তালিকা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

চলতি মাসের ৭ তারিখে মাউশি'র সবচেয়ে বিতর্কিত উপ-পরিচালক (কলেজ-২) প্রীতিশ কুমার সরকারকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে গোপালগঞ্জের রামদিয়া সরকারি এসকে কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক করা

বিতর্কিত : পৃষ্ঠা : ১১ ক ৮

বিতর্কিত : কর্মকর্তারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিককে মারধর, ক্যামেরা ভাঙচুর এবং নিজ দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ঘুষ লেনদেনেরও অভিযোগ ছিল।

গত মাসের ২৬ তারিখে মাউশি'র ঢাকা-অঞ্চলের উপ-পরিচালক রেবেকা সুলতানাকে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করে এ পদের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মাউশি'র মাধ্যমিক শাখার উপ-পরিচালক সিরাজুম মুনিরাকে। সিরাজুম মুনিরাকে এই পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হলেও স্থায়ীভাবে ঢাকা-অঞ্চলের উপ-পরিচালক পদে বসতে প্রভাবশালীদের কাছে তদবির চালাচ্ছেন কমপক্ষে দশজন কর্মকর্তা। উপ-পরিচালকের পদে বসতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চাপ প্রয়োগ করছেন বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, মাউশি'র ঢাকা অঞ্চলের ক্ষমতাধর অফিস সহকারী খুররম মোল্লা ও অহিদুর রহমানসহ আরও বেশকিছু কর্মকর্তাকে দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ করেছেন মাউশি'র ভুক্তভোগী কর্মকর্তা এবং সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা। অভিযোগে তারা বলেন, খুররম মোল্লার দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেটের কাছে মাউশি'র সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জিম্মি হয়ে পড়েছেন। চলতি মাসের ২০ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় খুররম মোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় বলেও অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, অতীতে তাকে একাধিকবার ঢাকার বাইরে বদলি করা হলেও তিনি সেখানে যাননি। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তিনি ঢাকায় থেকে যান। কয়েকদিন আগে খুররম মোল্লাকে পুলিশ অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে গ্রেফতার করেছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। মাউশি'র এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে বলেন, ঢাকা-অঞ্চলের উপ-পরিচালকের পদে বসতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নাজমুল ইসলাম, মাউশি'র বরিশাল বিভাগের উপ-পরিচালক ননী গোপাল জলদাস, ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌর চন্দ্র মণ্ডলসহ কমপক্ষে দশজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নানাভাবে তৎপরতা চালাচ্ছেন। মূলত সরকারি স্কুলের শিক্ষক বদলি বাণিজ্য করতেই অনেকে এই পদে বসার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে বলে মাউশি'র ওই কর্মকর্তা জানান।